10301 - মাহদীর আবির্ভাব

প্রশ্ন

মুসলমানদেরকে উদ্ধার করার জন্য মাহদী কবে বের হবেন; সেটা কি কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

একজন মুসলিমের জানা আবশ্যক যে, দলিল প্রদান ও অনুসরণ করা আবশ্যক হওয়ার দিক থেকে কুরআন-হাদিস একই মর্যাদায়। কুরআন-সুন্নাহ উভয়টি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী; যা অনুসরণ করা আবশ্যকীয়। আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর নবী সম্পর্কে বলেন: “আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। সেটা ওহী ছাড়া আর কিছু নয়, যা তার কাছে প্রেরণ করা হয়।”[সূরা নাজম, আয়াত: ৩-৪]

মিকদাদ বিন মা’দী কারিব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “জেনে রাখুন, আমাকে কিতাব ও কিতাবের সাথে কিতাবের অনুরূপ কিছু দেয়া হয়েছে। জেনে রাখুন, অচিরেই এমন লোক আসবে যার উদর-পরিপূর্ণ, সে তার গদিতে বসে বলবে: আপনাদের উপর এই কুরআন মানা আবশ্যক। কুরআনে যেটাকে হালাল পাবেন সেটাকে হালাল জানবেন। আর যেটাকে হারাম পাবেন সেটাকে হারাম জানবেন।”[সুনানে আবু দাউদ (৪৬০৪), আলবানী ‘সহিহু সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে (৩৮৪৮) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

দুই:

আল্লাহ্‌ তাআলা স্বতন্ত্রভাবে রাসূলের আনুগত্যের আদেশ করেছেন। তিনি বলেন: “ওহে যারা ঈমান এনেছ; তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, আল্লাহ্‌র রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা নেতা তাদের”।[সূরা নিসা, আয়াত: ৫৯] তিনি আরও বলেন: “রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন সেটা আঁকড়ে ধর এবং যা থেকে বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাক”।[সূরা হাশর, আয়াত: ৭]

তিন:

মাহদীর আবর্িভাব কবে ঘটবে কুরআন-সুনাহতে সটো সুনর্িদষি্টভাবে উদ্ধৃত হয়নি। তবে মাহদী শষে যামানায় আত্মপ্রকাশ করবনে। কনি্তু এখানে কছিু বষিয়রে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচতি:

১। মাহদীর আবর্িভাব কয়িামতরে সর্বশষে ছোট আলামত।

২। অনকে মানুষ নজিদেরে ব্যক্তগিত উদ্দশ্যে-লক্ষ্য ও তাদরে ভ্রষ্ট আকদিা-বশি্বাসকে সমর্থন করার জন্য মাহদী আত্মপ্রকাশ করছেনে কংিবা শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবনে মর্মে দাবী করছে। যমেন- কাদয়িানীরা, বাহাই সম্প্রদায়, শয়িারা এবং অন্যান্য পথভ্রষ্ট গোষ্ঠীগুলো। যার ফলে সাম্প্রতকি যামানার কছিু ব্যক্তি মাহদীর হাদসিগুলোকে অস্বীকার করনে কংিবা ভনি্নার্থে ব্যাখ্যা (তা'বীল) করনে য,ে মাহদী দ্বারা উদ্দশ্যে শষে যামানায় ঈসা বনি মারয়িাম আলাইহসি সালামরে অবতরণ এবং তাদরে কউে কউে একটি মারফু হাদসি দয়িে দললি দনে। যে হাদসিটরি ভাষ্য হলো: "ঈসা বনি মারয়িাম ছাড়া কোনে মাহদী নইে"।

এই হাদসিটি দুর্বল; এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সহহি নয়।

[দখেুন: আল্লামা আলবানীর 'আস-সলিসলিাতুয যায়ীফা' (১/১৭৫)]

৩। অনকে আলমে মাহদীর আবর্িভাবকে সাব্যস্ত করে কতিাব লখিছেনে এবং তারা এটাকে একজন মুসলমিরে আকদিার অন্তর্ভুক্ত করছেনে। তাদরে মধ্যে রয়ছেনে: হাফযে আবু নুআইম, আবু দাউদ, আবু কাছীর, আস-সাখাওয়ি, আশ-শাওকানী প্রমুখ।

৪। সুন্নাহতে সাব্যস্ত হয়ছেে য,ে মাহদী ঈসা বনি মারয়িাম আলাইহসি সালামরে সাথে মলিতি হবনে এবং ঈসা আলাইহসি সালাম মাহদীর পছেনে নামায আদায় করবনে।

জাবরি বনি আবদুল্লাহ (রাঃ) বলনে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছে:ি "কয়িামত পর্যন্ত আমার উম্মতরে একদল সত্য দীনরে উপর অটল থকেে বাতলিরে বরিুদ্ধে লড়তে থাকব।ে তনিি বলনে: অবশষেে ঈসা বনি মারয়িাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবতরণ করবনে। তখন তাদরে (ঐ দলরে) আমীর বলবনে: আসুন আমাদরে নামাযরে ইমামতি করুন। কনি্তু তনিি বলবনে: না; আপনারা একজন অন্যজনরে উপর নতো। এটা এই উম্মতরে জন্য আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত সম্মান।"[সহহি মুসলমি (১৫৬)]

এই হাদসিে উল্লখেতি আমীরই হলনে মাহদী; যা আবু নুআইম ও আল-হারছি বনি উসামার বর্ণনায় এই ভাষ্যে উদ্ধৃত হয়ছে:ে "তখন তাদরে আমীর মাহদী বলবনে..."। ইবনুল কাইয়্যমে বলনে: এই হাদসিরে সনদ জায়্যদি (ভালো)।

৫। একজন মুসলমিরে মাহদীর অপক্ষোয় বসে থাকা উচতি নয়। বরং তার উচতি দ্বীনকে বজিয়ী করার জন্য উদ্যম-উৎসাহ

নয়িে প্রাণান্তকরভাবে অবলিম্বে চষ্েটা করা এবং দ্বীনরে জন্য নজিরে যা সাধ্যে আছে সটেি পশে করা এবং মাহদী বা অন্য কারো আবর্িভাবরে উপর নর্িভর না করা। বরঞ্চ ব্যক্তি নজিকে, নজিরে পরবিারকে এবং তার চারপাশে যারা আছে তাদরেকে সংশোধন করবে। পরপর সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করলে তখন সে নজিরে পক্ষে ওজর পশে করতে পারবে।

দখেুন: শাইখ মুহাম্মদ বনি ইসমাইলরে ‘আল-মাহদী হাকীকাহ; না খুরাফাহ’।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।